দৈনিক
ইত্তেফাক

17 SEP 2007

প্রধান উপদেষ্টার সাথে ঢাবি সিন্ডিকেট সদস্যরা

# গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার দাবী

*ড. হারুনের চিকিৎসা চলছে : দু'জনকেই কারাগারে ডিভিশন দেয়া হয়েছে*

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যরা প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সাথে দেখা করে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি, মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন। গতকাল (রোববার) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পৃঃ ১১ঃ কঃ ২

# গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

এ সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আটককৃত শিক্ষকদের ডিভিশন দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোন আশ্বাস পাওয়া যায়নি। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার পর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সরকার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে বৈঠক সূত্র জানায়। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নিজের অবস্থান প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে দুপুরে অনুষ্ঠিত দেড় ঘন্টাব্যাপী এ সাক্ষাত অনুষ্ঠানে সেনা প্রধান মইন উ আহমদ ও শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী উপস্থিত ছিলেন। গত সপ্তাহে সিন্ডিকেটের এক সভায় প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

সভা সূত্র জানায়, প্রধান উপদেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। সিন্ডিকেট সদস্যরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করেন। জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষকদের আমরা সম্মান করি। তবে আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। আইনের মধ্য থেকে সম্ভাব্য সবকিছু করার আশ্বাস দেন প্রধান উপদেষ্টা। এক পর্যায়ে শিক্ষকদের ডিভিশন দেয়ার বিষয়টি উত্থাপন করলে সেনা প্রধান মইন উ আহমদ শিক্ষকদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে আহবান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজের নেতৃত্বে ১৭ জন সিন্ডিকেট সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অন্য সদস্যরা হলেন প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এ এস এম ফায়েজ, শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান, সাংবাদিক সাদেক খান, প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর লায়লা নূর ইসলাম, প্রফেসর সাদেকা হালিম, ড. রহমত উল্লাহ, পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল ড. রেজোয়ানুল হক, ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ৬ জন বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা, সেনা প্রধান, মন্ত্রীপরিষদ সচিব বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সভার সূত্র জানায়, উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপস্থিত শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়। প্রধান উপদেষ্টা, সেনা প্রধান ও শিক্ষা উপদেষ্টাও ভিডিও ফুটেজ দেখেন। সভায় অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে এক সিন্ডিকেট সদস্য জানান। শিক্ষকরা ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করলে, প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সরকার-সেনাবাহিনী-শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেউ কারো প্রতিপক্ষ নন। আমরা শিক্ষকদের সম্মান করি। তবে আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। সভায় প্রধান উপদেষ্টা ও সেনা প্রধানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী সিনেট ভবন উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানালে তারা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন বলে জানা গেছে।

সভা সম্পর্কে ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বিকালে সাংবাদিকদের জানান, এটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। প্রধান উপদেষ্টা, সেনা প্রধান ও শিক্ষা উপদেষ্টা তিনজন-ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন বিধায় শিক্ষকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তারাও তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তারা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সময় কোন সমস্যা হবে না বলে প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষকদের আশ্বস্ত করেন বলে জানান তিনি। শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেহেতু আমাদের হাতে সময় আছে বিষয়টি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। তাছাড়া হারুনের চার্জশীট থেকে বাদ দেয়ার ব্যাপারেও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। শিক্ষকদের ডিভিশন বিষয়টি সভায় চূড়ান্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি। সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম এ ব্যাপারে বিবিসিকে বলেন, শিক্ষকদের মামলা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তবে প্রত্যাহারের ব্যাপারে সরাসরি কোন জবাব দেননি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আলোচনা পুরোটাই ফলপ্রসূ হয়নি এটা বলবো না। তবে মামলার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে হ্যাঁ-না কিছু বলা হয়নি।

এদিকে গ্রেফতারকৃত দুই শিক্ষক প্রফেসর ড. হারুন অর রশিদ ও প্রফেসর আনোয়ার হোসেনকে গতকাল থেকে প্রথম শ্রেণীর আসামী হিসেবে ডিভিশন দেয়া হয়েছে।

***ড. সদরুলের জামিন হয়নি***
***ডিভিশন ও চিকিৎসার নির্দেশ***

কোর্ট রিপোর্টার জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ সদরুল আমিনকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। গতকাল তিনি সিএমএম আদালতে আত্মসমর্পণ করলে ম্যাজিস্ট্রেট ফেরদৌস আলম তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। গতকাল তিনি আত্মসমর্পণ করলেও তার পক্ষে কোন জামিনের আবেদন করা হয়নি। আইনজীবীগণ তাকে কারাগারে প্রথম শ্রেণী ও সুচিকিৎসা দেয়ার আবেদন জানান। আইনজীবীগণ শুনানিকালে বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। অহেতুক তাকে জড়ানো হয়েছে। উভয় পক্ষের শুনানির পর ম্যাজিস্ট্রেট জেল কোড অনুযায়ী কারাগারে প্রথম শ্রেণী ও সুচিকিৎসার জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। গতকাল সদরুল আমিন সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, আমি কোন রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নই। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। পত্রিকায় এ সংবাদ জেনে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আদালতে এসেছি। উল্লেখ্য, গত ২১ ও ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষকসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলায় চার্জশীট দেয়। জরুরী আইন ভঙ্গের অভিযোগে জরুরী বিধিমালায় চার্জশীট দেয়া হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর চার্জশীট গ্রহণ করে দুই শিক্ষকসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, প্রফেসর সদরুল আমিনকে জেলে পাঠানোর পর তার পরিবারের সদস্যরা ভেঙ্গে পড়েছেন। ড. সদরুল আমিনের স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাফিসা জামাল এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া দিতে রাজী হননি। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রফেসর আমিনের বোন মাহমুদা বেগম জানান, আমার ভাই কখন-ই কোন রাজনীতির সাথে জড়িত নন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ। শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি শিক্ষকদের সাথে থেকেছেন মাত্র, এখানে তার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পরিবারের পক্ষ থেকে তার মুক্তির দাবী করা হয়।